জাতীয় কৃষি আবহাওয়া
পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২৩ নভেম্বর (বুধবার)
[সময়কালঃ ২৩.১১.২০২২-২৭.১১.২০২২]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

মধ্য মেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের কোন জেলায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো:

রাজশাহী অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, এবং নওগাঁ)

গম

পর্যায়: বপন

- বর্তমান আবহাওয়া বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য অনুকূল। ভালো জাতের গম বীজ বপন করুন।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়: অঙ্কুরোদগম

- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের সুবিধার্থে জমির চারপাশে নালা তৈরি করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

রংপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, এবং নীলফামারী)

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং বর্তমান আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশকের সাথে ২০ কেজি বালির মিশ্রণ সন্ধ্যায় প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জিঙ্ক ফসফাইড বা লেমিনেট প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলাকরণ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** বীজতলা
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- দুই বীজতলার মাঝখানে নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য কাজে লাগবে।
- পাখি যাতে বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বীজতলায় পানির স্তর ২-৩ সেমি বজায় রাখুন যাতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পাখি বীজ নষ্ট করতে না পারে।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়: অঙ্কুরোদগম

- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের সুবিধার্থে জমির চারপাশে নালা তৈরি করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

দিনাজপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়)

গম

- **পর্যায়:** বপন
- বর্তমান আবহাওয়া বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য অনুকূল। ভালো জাতের গম বীজ বপন করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** বীজতলা
- দুই বীজতলার মাঝখানে নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য কাজে লাগবে।
- পাখি যাতে বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বীজতলায় পানির স্তর ২-৩ সেমি বজায় রাখুন যাতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পাখি বীজ নষ্ট করতে না পারে।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।

- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়: অঙ্কুরোদগম

- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের সুবিধার্থে জমির চারপাশে নালা তৈরি করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

বগুড়া অঞ্চল (জেলাসমূহ: বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জ)

গম

- **পর্যায়:** বপন
- বর্তমান আবহাওয়া বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য অনুকূল। ভালো জাতের গম বীজ বপন করুন।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।

- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়: অঙ্কুরোদগম

- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের সুবিধার্থে জমির চারপাশে নালা তৈরি করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সিলেট অঞ্চল (জেলাসমূহ: সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, এবং হবিগঞ্জ)

গম

- **পর্যায়:** বপন
- বর্তমান আবহাওয়া বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য অনুকূল। ভালো জাতের গম বীজ বপন করুন।

ধান আমন

- **পর্যায়:** পরিপক্ক থেকে কর্তন
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:**চারা রোপণ
- বোরো ধান রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

রাংগামাটি অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাংগামাটি, বান্দরবান, এবং খাগড়াছড়ি)

ধান বোরো

পর্যায়:বীজতলা

- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করুন। উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:**অঙ্কুরদগোম
- বীজ বপনের আগে প্রতি হেক্টরে ১২০-১৫০ কেজি ইউরিয়া, ১৭০-১৮০ কেজি টিএসপি এবং ৮৫-১০০ কেজি এমওপি ও ৮-১০ কেজি গোবর প্রয়োগ করুন। সার প্রয়োগের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা থাকতে হবে। বপনের সময় মাটির আর্দ্রতা কম থাকলে ১০-১৫ দিন পর হালকা সেচ প্রদান করুন।
- ভারি বৃষ্টির সময় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের সুবিধার্থে জমির চারপাশে নালা তৈরি করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

বরিশাল অঞ্চল (জেলাসমূহ: বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, এবং ভোলা)

গম

- **পর্যায়:**বপন
- বর্তমান শীতল আবহাওয়া বীজের অঙ্কুরোদগমের অনুকূল। ভালো জাতের বীজ বপন করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:**বীজতলা
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করুন। উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।
- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

যশোর অঞ্চল (জেলাসমূহ: **যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদাহ, মেহেরপুর, এবং মাগুড়া)**

গম

- **পর্যায়:**বপন
- বর্তমান শীতল আবহাওয়া বীজের অঙ্কুরোদগমের অনুকূল। ভালো জাতের বীজ বপন করুন।

ধান আমন

- **পর্যায়:**পরিপক্ক থেকে কর্তন
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:**অংগজ
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ফরিদপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, এবং গোপালগঞ্জ)

গম

- **পর্যায়:**অংকুরোদ্গম
- সাধারণ বপন করা গম ফসলে জিঙ্কের ঘাটতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে । ঘাটতি দেখা দিলে ০.২% জিঙ্ক সালফেট হেপ্টা হাইড্রেট (ZnSO৪.৭H২O) স্প্রে করুন এবং নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করুণ।
- যদি গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে এক কুইন্টাল জিপসাম/একর ছিটানোর পর হালকা সেচ প্রয়োগ করুণ।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:**চারা রোপণ
- বোরো ধান রোপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ১৩ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি জিপসাম ও ১৫ কেজি দস্তা প্রয়োগ করুন।
- বোরো ধান রোপনের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে ৩-৪ বার লাঙল দিয়ে তারপরে মই দিয়ে সমতল করতে হবে সঠিকভাবে যাতে পানি সমানভাবে বজায় থাকে।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।

- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।
- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়:ফুল আসা

- আগাছা নিধন করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ঢাকা অঞ্চল (জেলাসমূহ: ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, এবং নরসিংদী)

গম

- **পর্যায়:**অংকুরোদ্গাম
- সাধারণ বপন করা গম ফসলে জিঙ্কের ঘাটতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে । ঘাটতি দেখা দিলে ০.২% জিঙ্ক সালফেট হেপ্টা হাইড্রেট (ZnSO৪.৭H২O) স্প্রে করুন এবং নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করুণ।
- যদি গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে এক কুইন্টাল জিপসাম/একর ছিটানোর পর হালকা সেচ প্রয়োগ করুণ।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:**চারা রোপণ
- জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- বোরো ধান রোপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ১৩ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি জিপসাম ও ১৫ কেজি দস্তা প্রয়োগ করুন।
- বোরো ধান রোপনের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে ৩-৪ বার লাঙল দিয়ে তারপরে মই দিয়ে সমতল করতে হবে সঠিকভাবে যাতে পানি সমানভাবে বজায় থাকে।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:**অঙ্কুরদগোম
- ভারি বৃষ্টির সময় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের সুবিধার্থে জমির চারপাশে নালা তৈরি করুন।

- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

চট্রগ্রাম অঞ্চল (জেলাসমূহ: চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষীপুর, নোয়াখালী এবং ফেনী)

ধান বোরো

- **পর্যায়:**বীজতলা
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করুন। উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কুমিল্লা অঞ্চল (জেলাসমূহ: কুমিল্লা, চাঁদপুর, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

ধান বোরো

- **পর্যায়:**চারা রোপণ
- বোরো ধান রোপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ১৩ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি জিপসাম ও ১৫ কেজি দস্তা প্রয়োগ করুন।
- বোরো ধান রোপনের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে ৩-৪ বার লাঙল দিয়ে তারপরে মই দিয়ে সমতল করতে হবে সঠিকভাবে যাতে পানি সমানভাবে বজায় থাকে।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।
- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:**অংগজ
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

খুলনা অঞ্চল (জেলাসমূহ: খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট)

গম

- **পর্যায়:**বপন
- বর্তমান শীতল আবহাওয়া বীজের অঙ্কুরোদগমের অনুকূল। ভালো জাতের বীজ বপন করুন।

ধান আমন

- **পর্যায়:**পরিপক্ক থেকে কর্তন
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়:ফুল আসা

- আগাছা নিধন করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ময়মনসিংহ অঞ্চল (জেলাসমূহ: ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা এবং শেরপুর)

গম

- **পর্যায়:**অংকুরোদ্গম
- সাধারণ বপন করা গম ফসলে জিঙ্কের ঘাটতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে । ঘাটতি দেখা দিলে ০.২% জিঙ্ক সালফেট হেপ্টা হাইড্রেট ($ZnSO_৪.৭H_২O$) স্প্রে করুন এবং নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করুণ।
- জমিতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জমিতে পানি জমে থাকলে পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং চারার ক্ষতি হয়।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান আমন

- **পর্যায়:**পরিপক্ক থেকে কর্তন
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:**বীজতলা
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করুন। উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য কাজে লাগবে।
- পাখি যাতে বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিঢ় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বীজতলায় পানির স্তর ২-৩ সেমি বজায় রাখুন যাতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পাখি বীজ নষ্ট করতে না পারে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

সবজি

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।
- বর্তমান আবহাওয়ায় শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় পেয়ারায় ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:**অঙ্কুরদগোম
- ভারি বৃষ্টির সময় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের সুবিধার্থে জমির চারপাশে নালা তৈরি করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।

হাঁসমুরগী

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য

- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি:

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (২৩ নভেম্বর ২০২২, সকল ০৬ টা পর্যন্ত) এবং ২২ নভেম্বর ২০২২ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২৩ নভেম্বর ২০২২ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	২৮.৯	২০.১	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩০.০	১৯.০
	টাঙ্গাইল	০০	২৮.৫	১৬.৪		সন্দ্বীপ	০০	৩০.১	টী
	ফরিদপুর	০০	২৯.০	১৬.৫		সীতাকুন্ড	০০	৩২.৩	১৫.৩
	মাদারীপুর	০০	২৮.০	১৬.৩		রাঙ্গামাটি	০০	৩০.৫	১৫.২
	গোপালগঞ্জ	০০	২৮.০	১৫.৮		কুমিল্লা	০০	২৯.৫	১৪.৫
	নিক্‌লি	০০	২৮.০	১৭.০		চাঁদপুর	০০	২৯.২	১৯.৯
						মাইজদীকোর্ট	০০	২৮.৩	১৮.৭
রাজশাহী	রাজশাহী	০০	২৯.৪	১৪.২		ফেনী	০০	৩০.৮	১৫.৭
	ঈশ্বরদী	০০	২৮.৮	১৫.২		হাতিয়া	০০	২৮.৪	১৭.০
	বগুড়া	০০	২৯.৮	১৭.০		কক্সবাজার	০০	৩১.৫	২১.৫
	বদলগাছী	০০	২৮.৫	১৪.৪		কুতুবদিয়া	০০	৩২.০	১৮.০
	তাড়াশ	০০	২৮.০	১৬.৮		টেকনাফ	০০	৩১.৮	২০.৫
রংপুর	রংপুর	০০	২৯.৮	১৫.২	খুলনা	খুলনা	০০	২৯.২	১৬.৫
	দিনাজপুর	০০	২৯.৫	১৫.৫		মংলা	০০	২৮.৮	১৭.০
	সৈয়দপুর	০০	২৯.৫	১৪.৮		সাতক্ষীরা	০০	২৮.৬	১৫.৮
	তেঁতুলিয়া	০০	২৯.৪	১২.৪		যশোর	০০	২৯.০	১৪.০
	ডিমলা	০০	২৯.২	১৪.২		চুয়াডাঙ্গা	০০	২৮.২	১৩.৮
	রাজারহাট	০০	২৮.৫	১৩.৮		কুমারখালী	০০	২৭.৮	১৫.৫
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	২৯.৪	১৬.৫	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩০.০	১৫.৪
	নেত্রকোনা	০০	২৯.৭	১৬.২		পটুয়াখালী	০০	২৯.১	১৭.০
						খেপুপাড়া	০০	২৯.০	১৬.৩
সিলেট	সিলেট	০০	৩০.২	১৭.৭		ভোলা	০০	২৯.৩	১৬.০
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩০.০	১৩.৩					

প্রধান বৈশিষ্ট সমূহ:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৮.১৬ ঘন্টা ছিল।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৬৩ মি: মি: ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

পূর্বাভাস: সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে।

কুয়াশা: ভোরের দিকে দেশের কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়তে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (২২ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন:

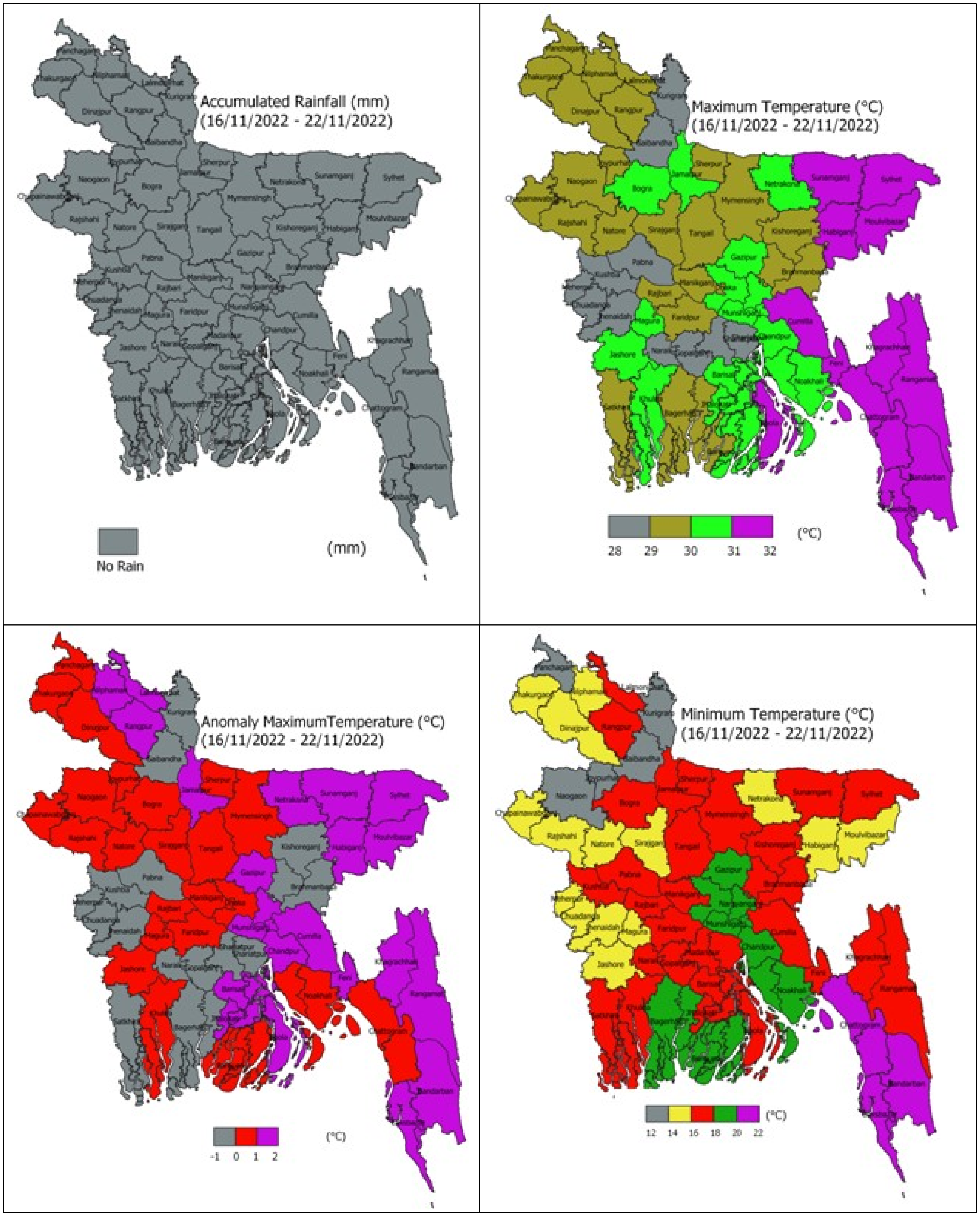

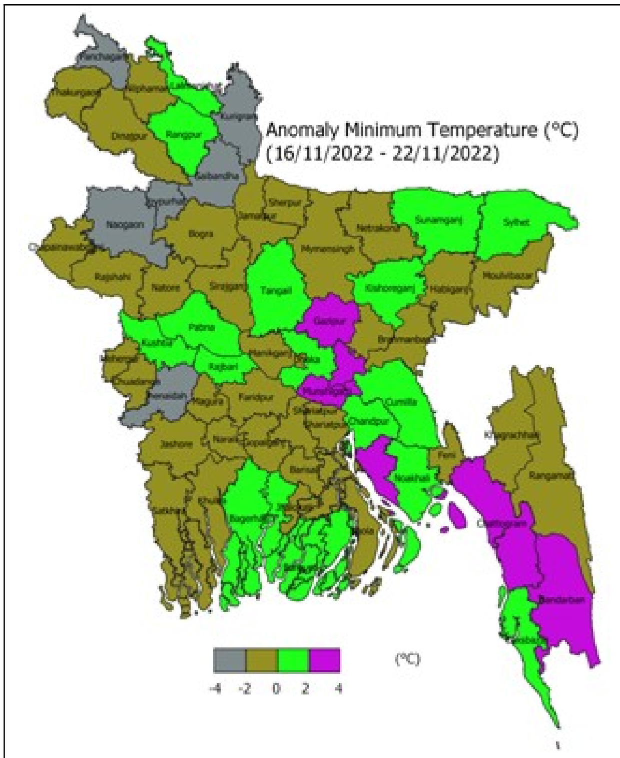
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(16/11/2022 - 22/11/2022)
(°C)
-4 -2 0 2 4

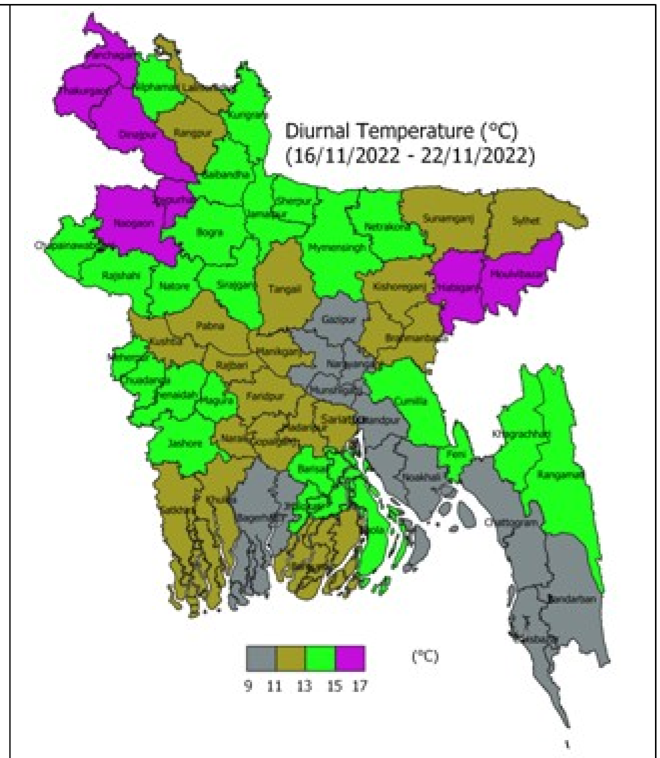
Diurnal Temperature (°C)
(16/11/2022 - 22/11/2022)
(°C)
9 11 13 15 17

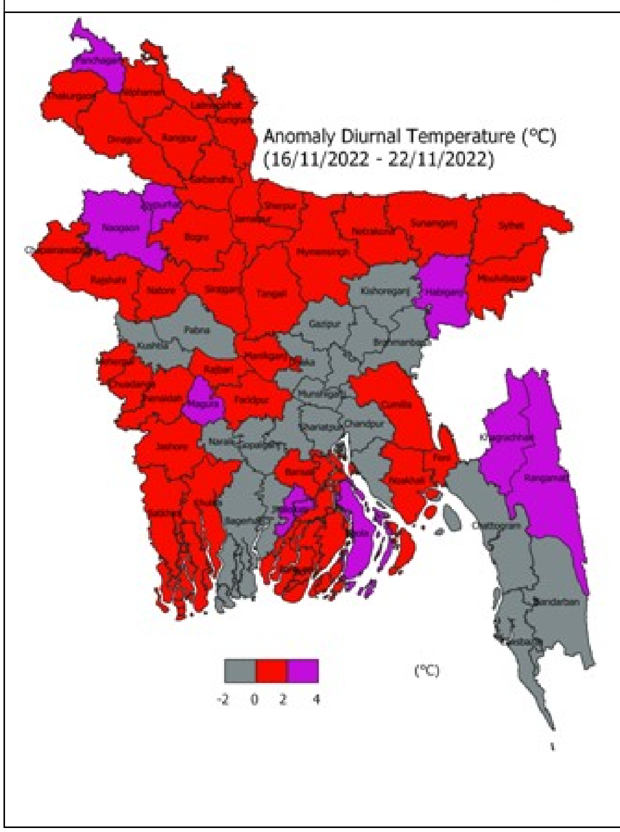
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(16/11/2022 - 22/11/2022)
(°C)
-2 0 2 4

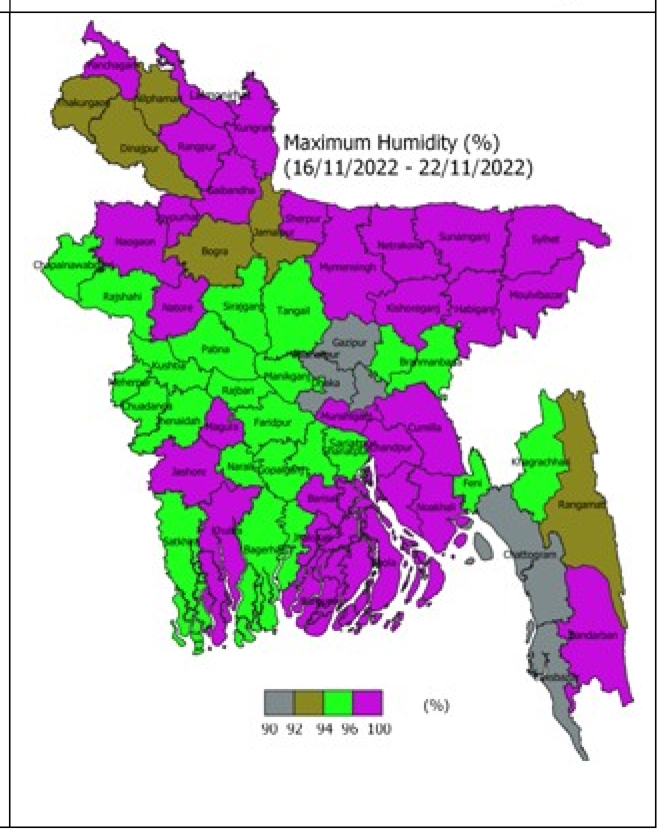
Maximum Humidity (%)
(16/11/2022 - 22/11/2022)
(%)
90 92 94 96 100

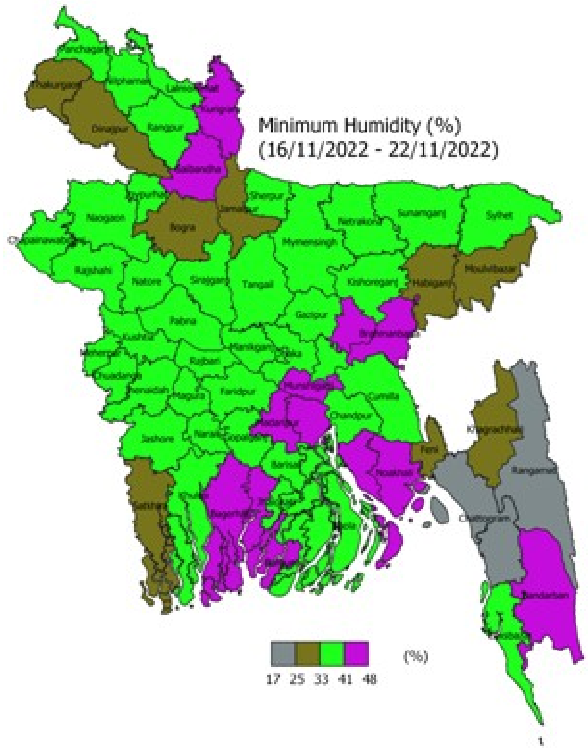
Minimum Humidity (%)
(16/11/2022 - 22/11/2022)
(%)
17 25 33 41 48

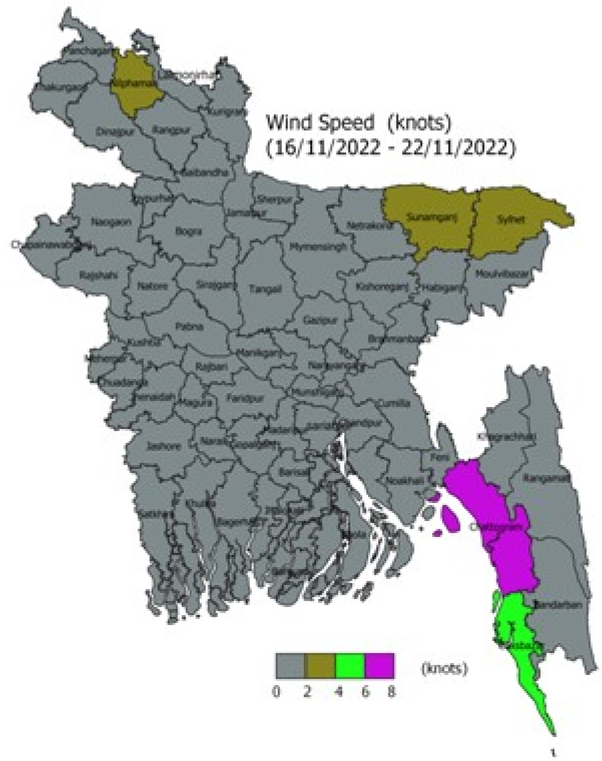
Wind Speed (knots)
(16/11/2022 - 22/11/2022)
(knots)
0 2 4 6 8

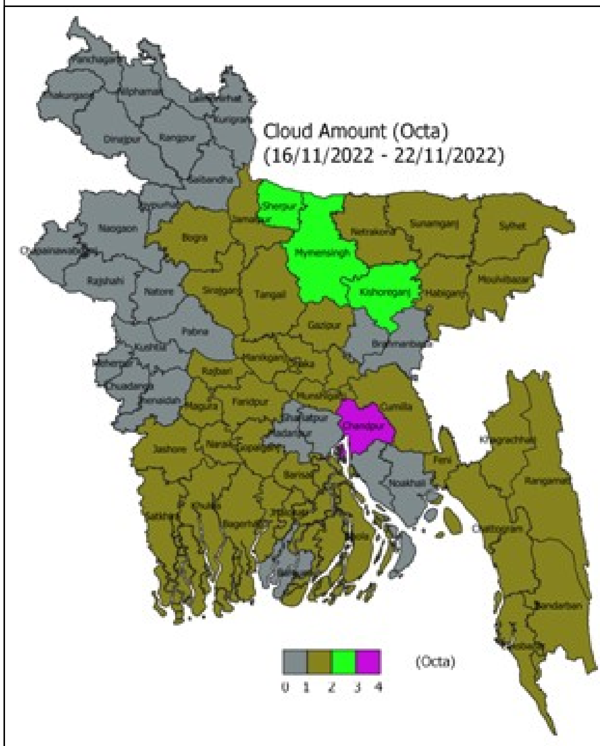
Cloud Amount (Octa)
(16/11/2022 - 22/11/2022)
(Octa)
0 1 2 3 4

আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ২৩/১১/২০২২ হতে ২৭/১১/২০২২ তারিখ পর্যন্ত:

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৬.৫০ থেকে ৮.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।
এ সপ্তাহে বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.০০ মি.মি. থেকে ৩.০০ মি.মি. থাকতে পারে।

- এ সময় দেশের আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে ।
- ভোরের দিকে দেশের কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময় সারা দেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আগামী ০৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমাণগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৩ নভেম্বর হতে ২৭ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)

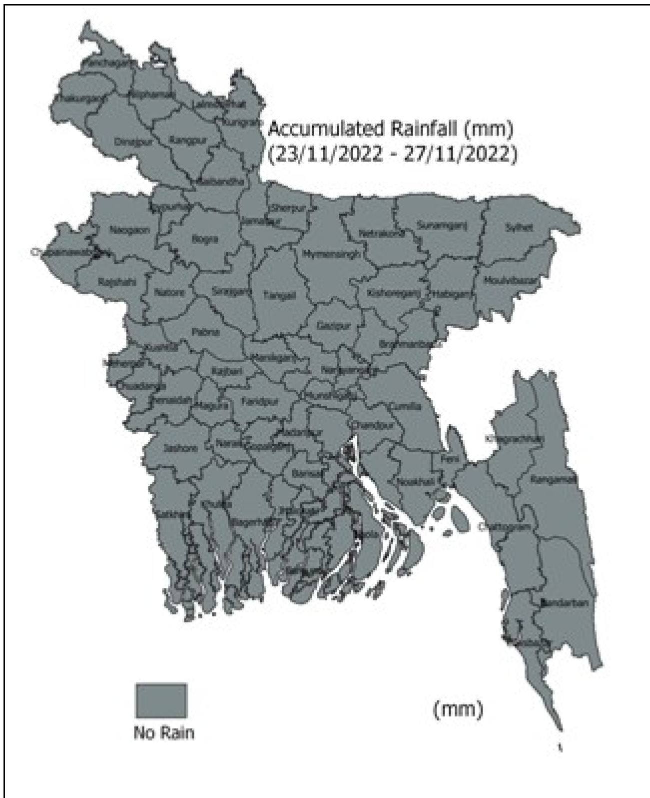

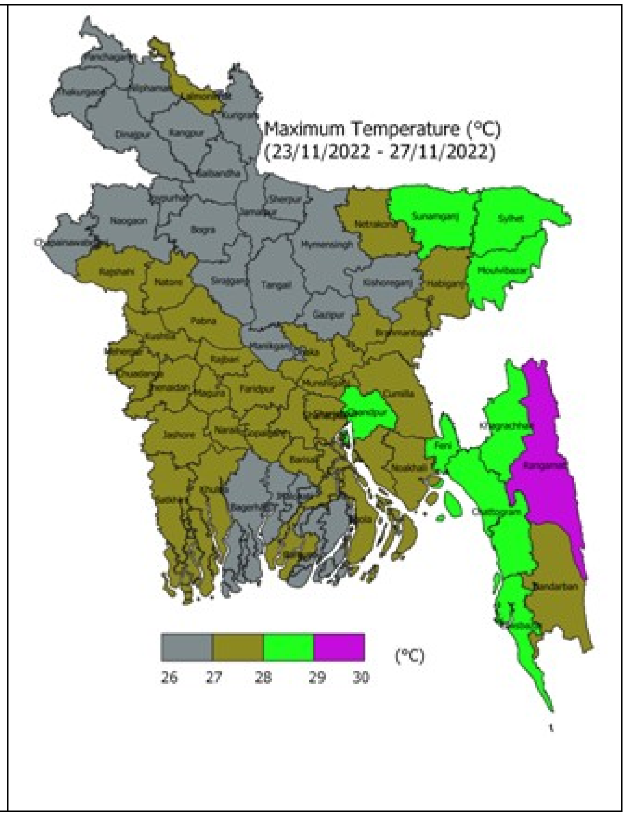

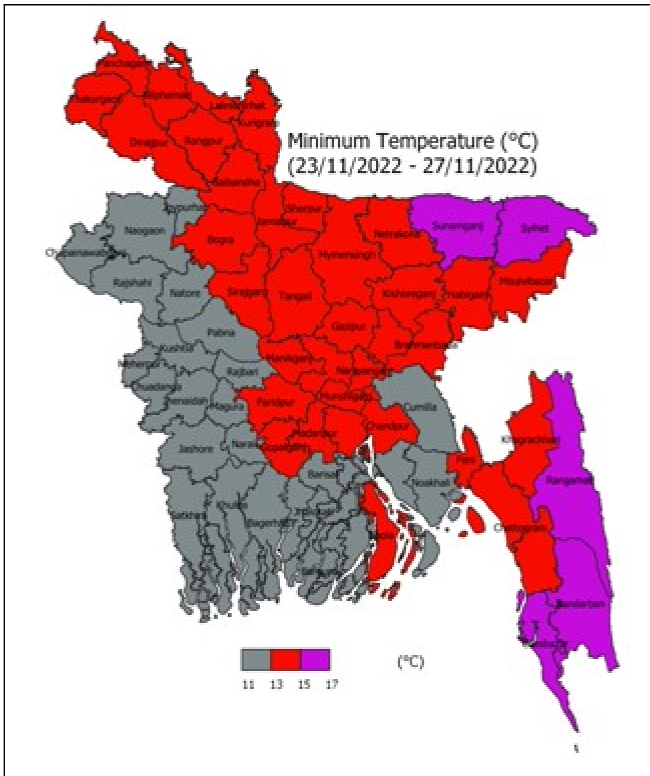
Minimum Temperature (°C)
(23/11/2022 - 27/11/2022)
(°C)
11 13 15 17

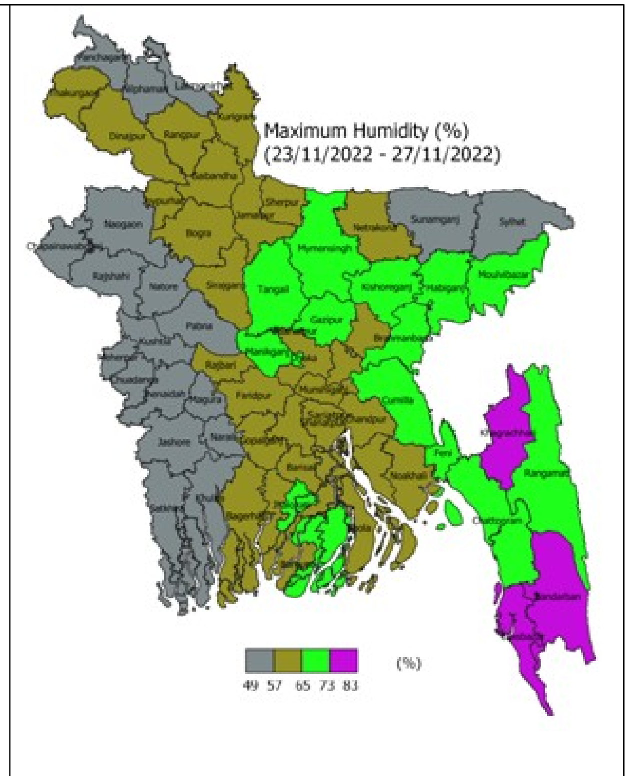
Maximum Humidity (%)
(23/11/2022 - 27/11/2022)
(%)
49 57 65 73 83

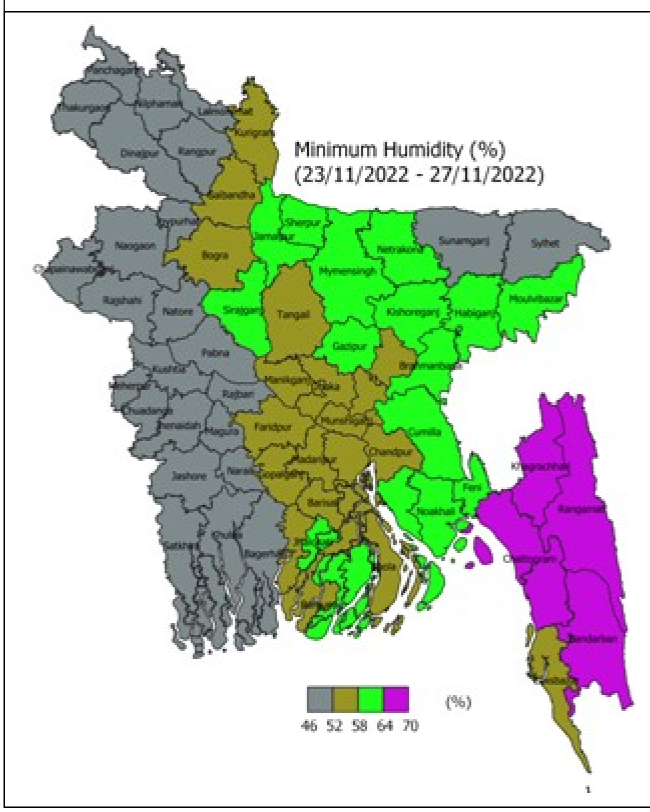
Minimum Humidity (%)
(23/11/2022 - 27/11/2022)
(%)
46 52 58 64 70

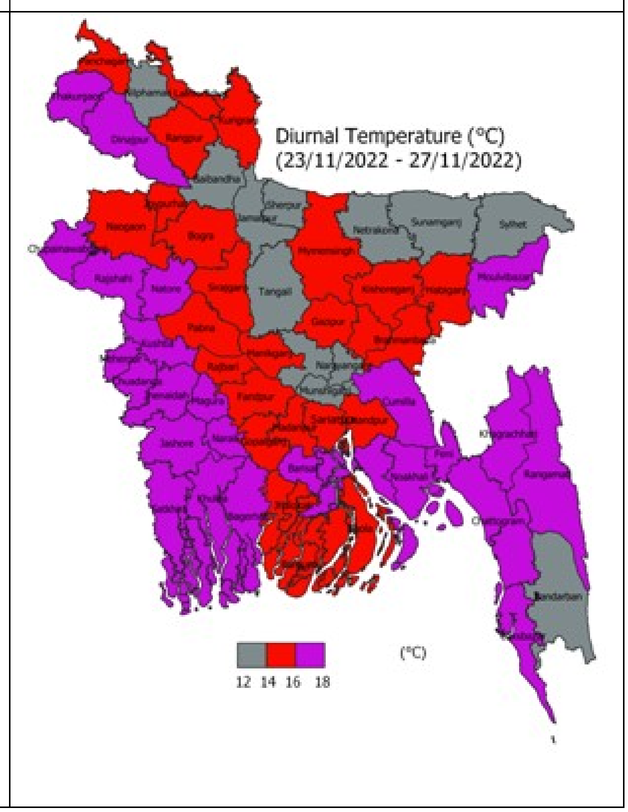
Diurnal Temperature (°C)
(23/11/2022 - 27/11/2022)
(°C)
12 14 16 18

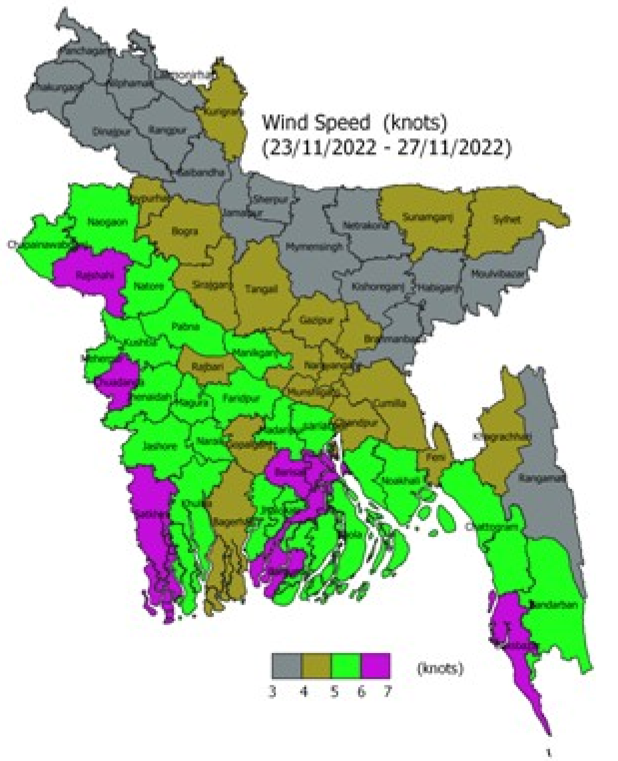

Wind Speed (knots)
(23/11/2022 - 27/11/2022)
Dinajpur
Rangpur
Naogaon
Bogra
Rajshahi
Natore
Sirajganj
Tangail
Sherpur
Mymensingh
Netrakona
Sunamganj
Sylhet
Kishoreganj
Habiganj
Moulvibazar
Gazipur
Pabna
Kushtia
Manikganj
Rajbari
Faridpur
Magura
Jashore
Cumilla
Chandpur
Noakhali
Feni
Khagrachhari
Rangamati
Chattogram
Bandarban
3 4 5 6 7
(knots)

Different Satellite Products over Bangladesh

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 46 (12 November-18 November) over Agricultural regions of Bangladesh

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 46 (12 November-18 November) over Agricultural regions of Bangladesh

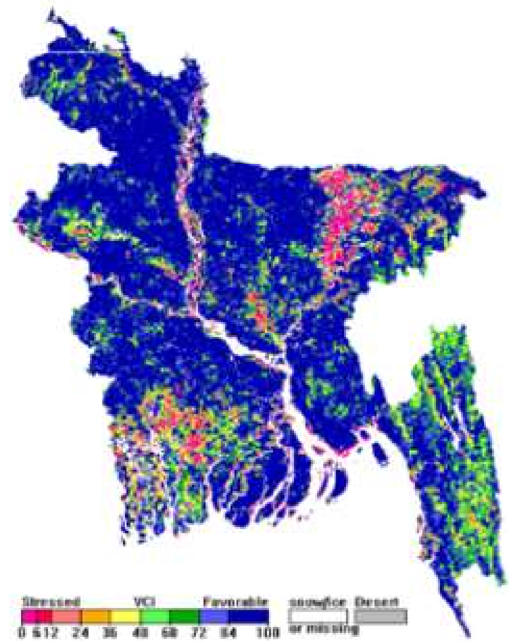

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 46 (12 November-18 November) over Agricultural regions of Bangladesh

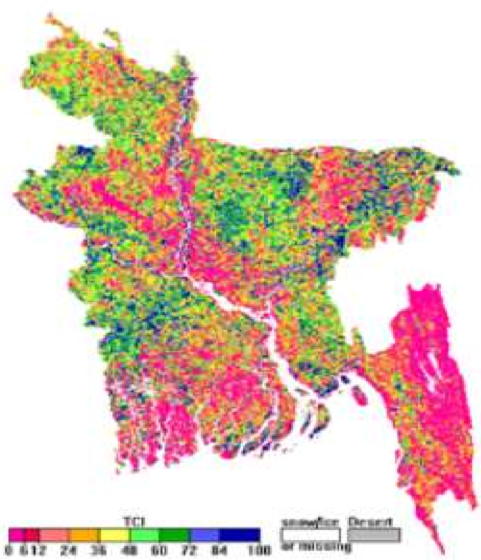

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 46 (12 November-18 November) over Agricultural regions of Bangladesh